আপনি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সাক্ষাৎ হয়নি কোনোদিন। তবু মনে হয় হয়েছে। অসংখ্যবার।
আপনি কবি। আমার আপনজন। গায়ে দেন তামাকপাতা
রঙের জামা। যার ঝাঁঝ ও গন্ধে কেবল প্রান্তিক মানুষ ও
নির্জনতা নয়, ছুটে আসে কীট পতঙ্গও। তাদের স্বরে আপনি
শব্দ মেলান। তাদের ভাবনায় আপনার স্বপ্ন.....

কবিতায় আপনি মাঝে মাঝে আপনার গ্রামকে শহর
ঘুরিয়ে আনেন। কখনো কি শহর ঢুকেছে আপনার গ্রামে?
আপনার বামপন্থা এখনো খড়ম পায়ে হাঁটে লাল মাটির রাস্তায়।
আবার কখনো বিড়ি টানতে টানতে নেমে যায় পোস্ত খেতে।
একবার বগলে ছাতা পকেটে নস্যি হাতে কুমড়ো ফুলের আঁটি নিয়ে
আপনার বামপন্থা তাক করেছিল বাদুড়ভর্তি একটি ডুমুর গাছে!

এই যে আপনি অজস্র কবিতা লিখলেন কেউ কিন্তু আপনাকে
ছেড়ে পালায়নি। সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখে। তাদের আলোয়
আপনি ঘোর অন্ধকারেও দেখতে পান। আপনার দুঃখে
তারা গান গেয়ে সান্ত্বনা দেয়। বিষণ্ণতায় আঁকে রামধনু।
আনন্দে আনন্দভৈরবী।

যে চেয়ারে বসে লেখেন সেটি আসলে একটি কথা - বলা গাছ।
প্রয়োজনে মেঘ বৃষ্টি ঝড় ডেকে আনে। আবার ফল - ফুল - পাতায় ভরে থাকে
বছরভোর। যে টেবিলে লেখেন সেটি আসলে কথা-বলা আয়না। আপনার
---ভেতরে কী জেগে উঠছে,
কী উঠছে না বলে দেয় অনুপুঙ্ক্ষ....

বাণিজ্যের জন্য আপনার লেখনী তৎপর নয়। আপনার কবিতা
কচুশাক ও খামালু পছন্দ করে। আর খালি গায়ে শেতলপাটিতে
শুয়ে শুয়ে কোনো এক সফল কুস্তিগিরের কথা ভাবে যার সঙ্গে
লড়ে যে একদিন মনোহর আইচ হবে...

কানাইলাল জানা

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com